Study Material for Semester- Vi
Paper – International Relation after 2nd World War
Given By- Suvendu Saha, (Assistant Prof) Dept. of Historty,
Bidhan Chandra College, Asansol

ঠাণ্ডা লড়াই – এর চরিত্র

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্ব রাজনীতিতে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এসেছিল। এই সময় পর্বে ঠাণ্ডা লড়াই ছিল আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূল চালিকা শক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতি দুই পরস্পর বিরোধী শিবিরে বিভক্ত হয়ে যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা ঘটিয়েছিল তার প্রকৃতি বা চরিত্র কী ছিল সে নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে। ঠাণ্ডা যুদ্ধের চরিত্র সম্পর্কে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ অনেক হয়েছে। এ বিষয়ে অনেক পরস্পর বিরোধী মতের সৃষ্টি হয়েছে। সেগুলি হল – (১) চিরায়ত ভাষ্য বা Orthodox interpretation (২) সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা বা Revisionist interpretation (৩) বাস্তববাদী ব্যখ্যা বা Realist interpretation .

চিরায়ত ভাষ্য বা Orthodox interpretation:

অনেকেরই বক্তব্য ঠাণ্ডা লড়াই এর চরিত্র ছিল মূলত আদর্শগত এবং ঠাণ্ডা লড়াই এর জন্য দায়ী সোভিয়েত ইউনিয়নের একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সাম্যবাদী মতাদর্শ। উইনস্টন চার্চিল এর 'The Second World War', হার্বার্ট ফিসের 'Churchill, Roosevelt, and Stalin' এবং জর্জ কেন্নানের 'American Diplomacy' গ্রন্থে এই বিষয়টি বিশদ ভাবে ব্যখ্যা করা হয়েছে। এদের বক্তব্য হল ঠাণ্ডা যুদ্ধের জন্য দায়ী সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই সাম্যবাদী রাষ্ট্রটির উগ্র বিস্তার নীতি ঠাণ্ডা যুদ্ধকে বাস্তবায়িত করেছে। এই রাষ্ট্রটি বলপ্রয়োগের নীতি গ্রহণ করে পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে সাম্যবাদের বিস্তার ঘটিয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে অস্থিরতার সৃষ্টি করেছিল। সোভিয়েত বিস্তার নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল সাম্যবাদের প্রসার ও পুঁজিবাদের সংকোচন ঘটানো। ১৯৪৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি স্তালিন যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে তিনি সাম্যবাদ ও পুঁজিবাদের মধ্যে মৌলিক বিভাজনকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে সাম্যবাদ জয়ী না হওয়া পর্যন্ত কমিউনিস্ট ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে মৌলিক বিভাজনকে তুলে ধরেছিলেন। তিনি প্রত্যয়ের সঙ্গে এই মত ব্যক্ত করেছিলেন যে সাম্যবাদ জয়ী না হওয়া পর্যন্ত কমিউনিস্ট ও পুঁজিবাদী দেশগুলির মধ্যে সংঘর্ষ বন্ধ হবে না।

চিরায়ত ভাষ্যের সমর্থকদের বক্তব্য হল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল তার চরিত্র ছিল আদর্শগত সংঘাত। দুই শিবিরে বিভক্ত দেশগুলির জীবন চর্চা ছিল পরস্পর বিরোধী। তারা আপোষহীন সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল। আমেরিকার লেখক জন স্পেনিয়ার এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছিলেন সোভিয়েত ইউনিয়নের শাসন ব্যবস্থায় স্বৈরতন্ত্র বা পশ্চিমী গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কোনটাই ছিলনা। সেজন্য কমিউনিস্ট এই রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা যে ভালো এবং তাদের শাসনে যে আদর্শ আছে এটা প্রমান করার তাগিদ ছিল। এছাড়াও বাইরে সম্প্রসারনবাদী তৎপরতাকে বৈধতার জন্যও আদর্শগত সংঘাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। সোভিয়েত রাশিয়া সেজন্য প্রয়োজনের ভিত্তিতে আদর্শগত সংঘাতের কথা প্রচার করেছিল।

সংশোধনবাদী ব্যাখ্যা বা Revisionist interpretation

চিরায়ত ভাষ্য বা Orthodox interpretation কে অনেকেই গ্রহণ করেননি। এই ব্যখ্যার সংশোধন যারা করেছেন তাদেরকে বলা হয় সংশোধনবাদী বা Revisionist Interpretation । এরা ষাটের দশক থেকে ঠাণ্ডা যুদ্ধের চরিত্রের বিশ্লেষণকে অন্য দৃষ্টিতে ব্যখ্যা করেছেন। এই মতের ব্যখ্যাকারীদের মধ্যে স্মরণীয় হলেন ডি. এফ. ফ্লেমিং এবং ওয়াল্টার লিপম্যান। এদের বক্তব্য ঠাণ্ডা যুদ্ধ কোন আদর্শের সংঘাত ছিলনা। আদর্শগত লড়াই ছিল বাইরের লোক দেখানো ব্যাপার। আদর্শগত বিষয়টি ছিল কৌশল মাত্র। আসলে এটা ছিল একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বার্থকে চরিতার্থ করার বিষয়। ফ্লেমিং মনে করেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কেবলমাত্র সোভিয়েত সম্প্রসারণকে বাধা দেওয়ার জন্যই ঠাণ্ডা যুদ্ধে যোগ দেয়নি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিতে পরিণত হয়েছিল এবং বিশ্ব রাজনীতিতে সক্রিয়ভাবে নেতৃত্ব দেওয়ার মতো মানসিকতা ও সহায় সম্পদ তাদের ছিল। অনেকের বক্তব্য প্রথম দিকে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ছিল অবধারিত। কিন্তু চাইলে পরবর্তী কালে এই যুদ্ধ কে প্রশমন বা নিয়ন্ত্রণ করা যেত। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাম্যবাদের বিরুদ্ধে একপ্রকার জেহাদ ঘোষণা করলে পরিস্থিতির পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। আবার অনেকেরই বক্তব্য হল, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার প্রভাবাধীন অঞ্চল হিসাবে পূর্ব ইউরোপকে ছেড়ে দিলে সোভিয়েত রাশিয়া প্রতি আক্রমণের পথে যেত না। এই প্রসঙ্গে ডেভিড হেরোউইজ ‘From Yalta to Vietnam’ গ্রন্থে বলেছেন সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সব থেকে বেশিগ্রস্ত হয়েছিল, তা তিনি পরিসংখ্যান দিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি দেখিয়েছেন ১৫-২০ মিলিয়ন মানুষের জীবনহানি হয়েছিল, প্রায় ১৭১০ টি শহর ও ৭০০০০ গ্রাম ধ্বংস হয়েছিল এবং বহু শিল্পক্ষেত্র নষ্ট হয়ে গেছিল। এই অবস্থায় সোভিয়েত রাশিয়ার পক্ষে আগ্রাসী ভূমিকা গ্রহণ কিংবা বিশ্বব্যাপী সাম্যবাদ প্রসারের প্রসারের পরিকল্পনা গ্রহণকরা সম্ভব ছিলনা। স্তালিন আত্মমুখী রক্ষণাত্মক নীতি গ্রহণ করেছিলেন এবং চীন,

ইতালি, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের কমিউনিস্টদের সংযত আপোষমুখী নীতি অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজের শক্তিকে প্রমান করার জন্য আপোষহীন ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেই সময় ছিল একমাত্র পারমানবিক শক্তিধর রাষ্ট্র। সে কারনে তার মনে সীমাহীন অবিশ্বাস ছিল। যুদ্ধের সময় যে সহবস্থান নীতি গ্রহণ করেছিল সেখানে থেকে সরে এসেছিল। ট্রুম্যানের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি রুজভেল্টের বিপরীত মেরুতে। রুজভেল্টের সমঝোতা নীতিকে পরিহার করে ট্রুম্যান সংঘাতপূর্ণ নীতি গ্রহণ করলে বিশ্বরাজনীতিতে এক নতুন মাত্রা সংযোজিত হয়েছিল।

অনেকেরই বক্তব্য ঠাণ্ডা যুদ্ধের চরিত্রের মধ্যে অর্থনৈতিক দিকও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। গ্যাব্রিয়েল কলকো 'The Politics of War : The World and Unitetd States Foreign Policy 1943-1948' গ্রন্থে এই বিষয়টিকে বিষদে ব্যখ্যা করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক থেকে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। বিশ্ব অর্থনীতির পরিচালক হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সচেষ্ট হয়েছিল। বিশ্ব অর্থনীতির অভিভাবক হিসাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য নিজেকে গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের ধারক হিসাবে তুলে ধরেছিল। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এই লক্ষ্য পূরণের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া। যে কোন মুল্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বাধা কে অতিক্রম করতে চেয়েছিল মার্কিনীরা। সেজন্য অনেকেই এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে ঠাণ্ডা যুদ্ধের পিছনে আদর্শগত সংঘাত নয় শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতাই ছিল আসল কারন। সোভিয়েত ইউনিয়নও তার শক্তিকে বাড়াতে চেয়েছিল।

বাস্তববাদী ব্যখ্যা বা Realist interpretation

চিরায়ত ও সংশোধনবাদী ব্যাখ্যাকর্তাদের মতো বাস্তববাদী ব্যাখ্যাকর্তাদেরও বিশ্লেষণ ঠাণ্ডা যুদ্ধের চরিত্র নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। জাতীয় স্বার্থের সংঘাত, শক্তির প্রতিদ্বন্দ্বীতা ও শক্তিসাম্য নীতির দৃষ্টিকোন থেকে তারা ঠাণ্ডাযুদ্ধের চরিত্রকে বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা একতরফা ভাবে ঠাণ্ডা যুদ্ধের জন্য কোন এক পক্ষকে দায়ী করেননি। এদের বক্তব্য হল ঠাণ্ডা যুদ্ধের জন্য দুই প্রতিদ্বন্দ্বীই সমান ভাবে দায়ী ছিল অথবা কেউ দায়ী ছিল না। দুই পক্ষই নিজদের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করার চেষ্টা করেছিল। পরিণতিতে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ক্রমশ ব্যাপক আকার ধারন করেছিল।

বাস্তববাদী ব্যখ্যার প্রধান দুই প্রবক্তা হলেন হ্যানস-জে- মরগ্যানথো ও লুই জে হ্যালে। মরগ্যানথো তাঁর 'In Defence of the National Interest: A Critical Examination of

American Foreign Policy' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন জে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র ধারাবাহিক ভাবে কোন সুনির্দিষ্ট নীতিকে অনুসরণ করেনি এবং সোভিয়েত সম্প্রসারণ নীতিকে সাম্যবাদী মতাদর্শের সঙ্গে একত্রিত করে ভুল করেছিল। অন্যদিকে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রকে পুঁজিবাদী প্রতিবিপ্লবী জগতের কর্ণধার বলে মনে করেছিল। ফলস্বরপ দুই মহাশক্তিধর রাষ্ট্রের মধ্যে ঠাণ্ডা যুদ্ধ হয়ে পড়েছিল অনিবার্য। Louis J. Halle তাঁর 'The Cold War as History' গ্রন্থে ঠাণ্ডাযুদ্ধ কে যুদ্ধ জনিত পরিস্থিতি থেকে উদ্ভুত বলে মনে করেছেন। তাঁর মতে ঠাণ্ডা লড়াই কোনভাবেই আদর্শগত সংঘাত ছিলনা। এই যুদ্ধকে তিনি ক্ষমতার রাজনীতি ও শক্তিসাম্য থেকে উদ্ভুত এক প্রক্রিয়া বলে মনে করেছেন।

বর্তমানে অনেকেই সঙ্গত কারনে ঠাণ্ডা যুদ্ধকে নিছক আদর্শগত সংঘাত বলে মনে করেননা, আবার ঠাণ্ডা যুদ্ধ কে যুদ্ধ ও সংঘর্ষের অনুঘটক বলেও মনে করেননা। ঠাণ্ডা যুদ্ধ কে আন্তর্জাতিক স্থায়িত্ব ও শক্তির সংরক্ষক বলে মনে করেন। মার্কিন লেখক জন গ্যাডিস ঠাণ্ডা যুদ্ধ কে যুদ্ধ জনিত পরিস্থিতি হিসাবে বিচার নয়া করে, দীর্ঘসূত্রী শান্তির পরিচায়ক বলে মনে করেছেন। এতে কোন সন্দেহ নেই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ঠাণ্ডা যুদ্ধ ছিল এক নিয়ামক শক্তি। ঠাণ্ডা যুদ্ধের আবহে আন্তর্জাতিক রাজনীতি অনেক সময় উত্তপ্ত হয়েছে ঠিক কথা কিন্তু বড় ধরনের যুদ্ধ থেকে পৃথিবী রক্ষা পেয়েছে এতে কোন সন্দেহ নেই।